যুগান্তর

তারিখ JUL. 21. 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

আ ব দু র র হী ম ই স লা মা বা দী

কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি

...স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘদিন ধরে
আন্দোলন চলছে। কওমি মাদ্রাসার
ঙ্গে সংশ্লিষ্ট লাখ লাখ আলেম ও মাদ্রাসার
াত্র বর্তমানে আন্দোলনরত রয়েছেন।
ওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল
াদারিসিন আরাবিয়া বাংলাদেশের একটি
তিনিধি দল বেফাকের সভাপতি শায়খুল
সলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেবের
নতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার
ঙ্গে সাক্ষাৎ করে সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি
থাপন করেছেন এবং দাবিটি মেনে নেয়ার
াহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মহোদয়
্যায়সঙ্গত দাবিটি মেনে নেয়ার আশ্বাস
িয়েছেন। এর আগে ইসলামী ঐক্যজোট
নতা শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল
ক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি,
াবেক মন্ত্রী ও জমিয়তে উলামায়ে
সলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মুফতি
হাম্মদ ওয়াক্কাস এমপি, আন্তর্জাতিক
্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহিউদ্দীন
ান, মুফতি শহীদুল ইসলাম এমপি,
্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা
ৌধুরী এমপি পৃথকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
াক্ষাৎ করে কওমি মাদ্রাসার সনদের
কৃতির দাবি জানিয়েছেন।

অ্যাডভোকেট শাহীনুর পাশা চৌধুরী কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি, কওমি মাদ্রাসার ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ে জাতীয় সংসদে বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসিন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক, পরিষদ পৃথকভাবে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারি দল, বিরোধী দল সবার কাছে দাবিটি একটি মানবিক দাবি। কওমি মাদ্রাসার লাখ লাখ আলেম ও মাদ্রাসা ছাত্র সরকার থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পান না। সরকারি বাজেটে তাদের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়

না— যা একটি অমানবিক ব্যাপ
কোনভাবেই যাকে মেনে নেয়া যায় না
তবুও কওমি মাদ্রাসাগুলো জনগণের সাহ
সহযোগিতায় দুঃখ-কষ্টে চলছে। এই আ
ও মাদ্রাসা ছাত্রদের সনদের একটি সা
স্বীকৃতির বিষয়ে কালক্ষেপণ করা (
ন্যায়সঙ্গত কারণ হতে পারে
বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা নেসাব
পাঠ্যকে দরসে নেজামীর পাঠ্য বলা
সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা শিক্ষা (
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাগুলোর নেসাব
মৌলিকভাবে দরসে নেজামীভিত্তিক। উ
মাদ্রাসার মৌলিক নেসাব বা পাঠ্য
একই। তবে আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে দে

কিছু বিষয় অতিরিক্ত রয়েছে। হাদি
তাফসির, ফেকাহ, উসুল, আরবি সাহি
বালাগত, নাহু সরফ প্রভৃতি বিষয় উ
পদ্ধতির মাদ্রাসায় একই। কওমি মাদ্রা
দেশীয় বিষয় কম থাকলেও আরবি বি
বেশি আছে। আরবি গ্রন্থাবলী বেশি পড়
হয়। সে হিসেবে উভয় নেসাবই (পাঠ
আপন আপন জায়গায় পূর্ণাঙ্গ। তাই ব্রি
আমল থেকেই উভয় মাদ্রাসার সমান স্বীক
ও মর্যাদা ছিল। কওমি মাদ্রাসা প
আলেমরা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক
করেছেন যুগ যুগ ধরে। মুহাদ্দিস, মুফ
প্রিন্সিপাল, মুদাররিস হিসেবে তারা বহু
পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন।
কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভকারী আলে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলি
বিশ্ববিদ্যালয়, জামেয়া মিল্লিয়া দি
মাদ্রাসা-ই-আলিয়া কলকাতা, মাদ্রাসা
আলিয়া ঢাকা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া চট্টগ্র
শর্ষিনা আলিয়া মাদ্রাসা, উসমানি
বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠ
শতাব্দীকালব্যাপী শিক্ষকতা করেছে
মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিচারপ
কাজী, সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসে
তারা অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার স
তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।